দৈনিক
খোঁজ খবর

কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার

https://khonjkhobor.in

খবরের মাঝে খবরের খোঁজে

Volume - 1 • Issue - 9 • Date : 9th Jun 2025 • বর্ষ - ১ • সংখ্যা -৯ • তারিখ - ২৫ জ্যৈষ্ঠ • কলকাতা থেকে প্রকাশিত

আদালতের নির্দেশে গঠিত কমিটির তথ্য তলব নবান্নের, ভোটের আগে অস্বস্তি এড়াতে তৎপর রাজ্য সরকার

খোঁজখবর, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দফতরে আদালতের নির্দেশে গঠিত কমিটিগুলির কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তলব করেছে নবান্ন। সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্টের নির্দেশে গঠিত এই কমিটিগুলির সদস্য, কার্যক্রম, বৈঠকের সংখ্যা এবং রিপোর্ট জমা পড়ার তথ্য সংগ্রহের জন্য রাজ্যের কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর (PAR Department) গত মে মাসের শেষে প্রতিটি দফতরের সচিবদের কাছে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে। আগামী ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে আদালতের সামনে কোনও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা

হাই কোর্ট বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে নজরদারি ও বাস্তবায়নের জন্য কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিক্ষা দফতরের শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি, স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটি, নারী ও শিশু সুরক্ষা কমিটি এবং পরিবহণ দফতরের রোড সেফটি কমিটি। তবে এই কমিটিগুলি কতটা কার্যকর বা নিয়মিত কাজ করছে, তা যাচাই করতে তৎপর হয়েছে রাজ্য সরকার।প্রতিটি

এর পর তিন পাতায়

ভোট বয়কটের পর সাড়া! ভগ্নপ্রায় কাঠের ব্রিজ পরিদর্শনে বর্ধমান পূর্বের সাংসদ শর্মিলা সরকার

খোঁজখবর, কৃষ্ণ সাহা, পূর্ব বর্ধমান: দীর্ঘদিনের দাবির পর অবশেষে সাড়া মিলল। পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত দিলালপুর গ্রামে ভগ্নপ্রায় জরাজীর্ণ কাঠের ব্রিজ পরিদর্শনে এলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শর্মিলা সরকার।

মেমারি ও দিলালপুরের সংযোগকারী এই কাঠের সেতুটি বহুদিন ধরেই বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই ব্রিজ না থাকলে তাঁদের প্রায় ৬-৭ কিলোমিটার রাস্তা ঘুরে যেতে হয়।

স্থানীয়দের দাবি, বহুবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। এমনকি, গত লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ইস্যুতে গ্রামবাসীরা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন এবং কেউ ভোটেও অংশগ্রহণ করেননি। এই প্রেক্ষিতে সামনের বিধানসভা ভোটের আগেই সাংসদের এই পরিদর্শন তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি জানিয়েছেন, ব্রিজটি পাকা করে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, আদৌ কবে কাজ শুরু হয়।

মহেশতলা কান্ডে নিখোঁজ কিশোরকে খুঁজতে সি আই ডির সাহায্য চাইলো পুলিশ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,মহেশতলা :মহেশতলায় উলটে ঝুলিয়ে নিযার্তন,নিখোঁজ কিশোরের খোঁজে এবার সি আই ডির দ্বারস্থ হলো পুলিশ।রবিবার মুম্বই থেকে ধৃতদের রবীন্দ্রনগর থানায় আনা হয়।মহেশতলা কাণ্ডে নিখোঁজ কিশোরের খোঁজে সিআইডির সাহায্য নিল ডায়মন্ড হারবার পুলিশ। সিআইডির ক্রিমিনাল ইনটেলিজেন্স গেজেটে ছবি-সহ ওই কিশোরের চেহারার বিবরণ ও যাবতীয় তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এলাকার বিভিন্ন সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাড়াতাড়ি কিশোরকে উদ্ধারের দাবিতে রবিবার ইসলামপুরের মাটিকুন্ডায় রাজ্য সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা।আর এই ঘটনার ৯ দিন পেরিয়ে গেলেও নির্যাতনের শিকার নাবালকের খোঁজ পাওয়া যায়নি।হন্যে হয়ে খোঁজ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। পুলিশের তরফে ওই কিশোরের ছবি ও তার যাবতীয় তথ্য সমাজমাধ্যম-সহ পুলিশের বেশ কয়েকটি হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করেছে।সঙ্গে রবীন্দ্রনগর-সহ আশপাশের বিভিন্ন থানা এবং কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল ও মর্গ কর্তৃপক্ষের কাছে নিখোঁজ কিশোরের বিবরণ পাঠানো হয়েছে। তবে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ আশাবাদী, উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের বাসিন্দা কিশোরকে অক্ষত শরীরেই উদ্ধার করা সম্ভব হবে।এদিকে নিখোঁজ ছেলেকে না পেয়ে উদ্বেগ বাড়ছে পরিবারের। নিখোঁজ কিশোরের মায়ের দাবি, অভিযুক্ত শাহেনশাহ মিথ্যা কথা বলছে।আমার ছেলেকে ফিরেয়ে দেওয়া হোক। জানি না ও বেঁচে আছে না কি মৃত।ওকে ছাড়া বাঁচব না।মহেশতলার কারখানার মালিক শাহেনশাহ, তার ভাই ফিরোজ আলম এবং আমিরুল মহম্মদ ওরফে আশিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।রবিবার দুপুরে টানজিস্ট রিমান্ডে মুম্বই থেকে তাদের রবীন্দ্রনগর থানায় নিয়ে আসা হয়। সোমবার তাদের আলিপুর আদালতে পেশ করবে পুলিশ। তাদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

হলদিয়ায় আসছেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী

ইতিমধ্যে হলদিয়া বন্দরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রের মোদী সরকার। এবার বন্দরের অর্থনৈতিক ব্যয় কমাতে উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। আজ অর্থাৎ সোমবার হলদিয়া বন্দরে সোলার প্ল্যান্ট তৈরির শিলামন্যাস করতে হলদিয়ায় আসছেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। মূলত বিদ্যুতের খরচ কমিয়ে তার পরিবর্তে সৌর বিদ্যুৎ নির্ভর হলদিয়া বন্দর গড়তে আজ বন্দরের তরফ থেকে এই সোলার প্ল্যান্টের কাজের শুভ সূচনা করা হবে। বন্দর সূত্রে খবর, আজ সকালে হলদিয়ার রানিচকে মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের হাত ধরে এই শিলান্যাস অনুষ্ঠান হবে। এরপর তিনি জহর টাওয়ারে বন্দরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি মিটিং করবেন। সেদিন বৃক্ষরোপনেরও কর্মসূচিও রয়েছে তার। সব মিলিয়ে হলদিয়া জুড়ে এখন জাহাজ মন্ত্রীর আগমনের প্রস্তুতি তুঙ্গে।

বাঁকুড়ায় দ্বারকেশ্বর নদীতে বালি তোলার সময় উঠে এল বহু প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি

দেবনাথ মোদক : বাঁকুড়ার দ্বারকেশ্বর নদী থেকে বালি তোলার সময় বালির নিচ থেকে উদ্ধার হল পাথরে তৈরী প্রাচীন দেব মূর্তি। গতকাল বিকালে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের ওলা দুবরাজপুরের মন্দিরতলা এলাকা থেকে। মূর্তিটি বাদামী বেলেপাথরে তৈরী দ্বাদশভূজ লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি বলে দাবী গবেষকদের।

বাঁকুড়ার কংসাবতী ও দারকেশ্বর নদ তীরবর্তী সভ্যতা বহু প্রাচীন। একসময় এই দুই নদের তীরে গড়ে উঠেছিল উন্নত জৈন সভ্যতা। পরবর্তীতে সেই সভ্যতা হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গেলেও ওই দুই নদী তীরবর্তী এলাকায় এখনো বহু জৈন মন্দির ও নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। মাঝেমধ্যে নদী গর্ভ

থেকে জৈন তীর্থঙ্করদের দীগম্বর মূর্তি উদ্ধারের ঘটনাও বিরল নয়। তবে

এর পর তিন পাতায়

বিস্ফোরক শুভেন্দু - ‘২০২৬ সালের আগেই ফাঁসি হবে শেখ শাহজাহান ও তার সঙ্গীদের!’

খোঁজখবর, সন্দেশখালি: রবিবার সন্দেশখালিতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) এক জনসভা থেকে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেন যে, “২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগেই শেখ শাহজাহান ও তার সঙ্গীদের ফাঁসি হবে!” সন্দেশখালির তিন বিজেপি কর্মীকে নৃশংসভাবে খুন এবং তাদের দেহ লোপাটের ঘটনার প্রেক্ষিতে শুভেন্দু অধিকারীর এই মন্তব্য রাজ্য-রাজনীতিতে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস (TMC)

নেতা এবং একদা সন্দেশখালির ‘বাদশা’ হিসেবে পরিচিত শেখ শাহজাহান বর্তমানে কারাবন্দী। তার বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে নারী নির্যাতন, জমি দখল এবং খুন। সন্দেশখালির অধিকাংশ মহিলা এই মুহূর্তের তার মুক্তি চান না। তাদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বারবার সামনে এসেছে। শুভেন্দু অধিকারীর এই

এর পর তিন পাতায়

সম্পাদকীয়

নোদাখালির ‘চোরবাড়ি’ দেখে হতবাক পুলিশ

গ্রামের সরু রাস্তা পেরিয়ে হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটি রাজপ্রাসাদ।তবে এই বাড়ির মালিক একজন চোর,আর এমন দৃশ্য চোখে দেখেই হকচকিয়ে গেল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালির ভেটকাখালি গ্রামে।ঘটনার সূত্রপাত গত রবিবার (১ জুন) রাতে হাওড়ার রাজাপুর থানার ঘোষালচকের এক বাড়িতে চুরির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ।অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে থানায় নিয়ে আসা হয়।তবে শুরু থেকেই সে নিজের নাম ও ঠিকানা ভুলভাল বলতে থাকে। সোমবার আদালতে তোলা হলে বিচারক ছয়দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত ব্যক্তি নিজের নাম জানায় অমিত দত্ত এবং জানায় তার বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালি থানারভেটকাখালি গ্রামে।এরপর মঙ্গলবার রাতে পুলিশ তাকে সঙ্গে নিয়ে যায় তার বাড়িতে। সেখানেই এক অদ্ভুত চিত্র উঠে আসে পুলিশের চোখে—যা দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে যায় তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা।তিন তলা বিশাল মার্বেল বসানো বাড়ি,একাধিক ঝাড়বাতি, প্রতিটি ঘরে ফলস সিলিং, দামি কাঠের আসবাবপত্র,বিলাসবহুল বাথরুমে বিশাল বাথটব,এমনকি শরীরচর্চার মেশিনে ভর্তি একটি প্রাইভেট জিম।বাড়ির বাইরে দুইটি মোটরসাইকেল,বাগান ভর্তি ফুল ফল, নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরায় মোড়া গোটা বাড়ি,আর এসব দেখে পুলিশের চোখ একেবারে ছানাবড়া। গ্রামের সরু ঢালাই রাস্তার মাঝে হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ানো রাজপ্রাসাদের মতো সেই প্রাসাদ যেন পুরো গ্রামবাসীদেরও স্তম্ভিত করেছে।স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন,প্রায় ১৩ - ১৪ বছর আগে ধৃত অমিত দত্ত মহেশতলা থেকে এসে চকমানিক এলাকার ভেটকাখালিতে জমি কিনে টিনের ঘরে থাকতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে সেই টিনের ঘরই রূপ নেয় একটি বিলাসবহুল প্রাসাদে। তার ব্যবহার মিষ্টভাষী,কারও সঙ্গে কোনো দিন ঝগড়া করেননি।নিয়মিত সাইকেল চালিয়ে বেরোতেন,পরনে সাধারণ পোশাক। কেউ কখনো সন্দেহও করেন নি,তিনি এমন কিছু কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন।তবে স্থানীয়দের একাংশ জানান, আমরা কেউই জানতাম না উনি কী কাজ করতেন।চাকরি করেন না, ব্যবসাও করেন না, তাও এমন বাড়ি! বিষয়টা আমাদের কাছেও সন্দেহজনক ছিল।অভিযুক্তের স্ত্রী বলেন,কি হয়েছে জানি না, পুলিশ হঠাৎ বাড়িতে আসে। আমরা কিছু জানি না। চুরির ব্যাপারেও কিছু বলার নেই।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুরির ঘটনায় ধৃত অমিত দত্ত একাধিক জেলায় সক্রিয় ছিল কিনা, তার সম্পদের উৎস কী,কাদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে,এই সব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।আর বিলাসবহুল চোর বাড়ি সিনেমার গল্প কে ও হার মানিয়ে দেবে।

মাঝ নদীতে বাজ পড়ে মৃত্যু, আহত ২

খোঁজখবর ঃ রবিবার বিকেলে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার টেংরাখালি- সাওড়াবেড়া জলপাই খেয়া পারাপারের সময় মাঝ নদীতে বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। জানা গেছে মৃত ওই যুবকের নাম অলোক মান্না(২১)। তার বাড়ি ভগবানপুর থানার গুড়গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার বিকেলে টেংরাখালী থেকে সাওড়াবেড়া খেয়ায় কেলেঘাই নদী পারাপারের জন্য নৌকাতে উঠেছিল ১০ জন যাত্রী। কালো মেঘে ঢেকে যায় গোটা এলাকা। শুরু হয় বৃষ্টি। এমন পরিস্থিতিতে নৌকা যখন মাঝ নদীতে তখন বিকট আওয়াজ সহকারে নৌকার মধ্যে বাজ পড়ে। সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে নৌকার মধ্যে থাকা যাত্রী অলোক মান্না। এদিকে তার পাশে থাকা অপর দুই যাত্রী নদীতে ছিটকে পড়ে যায়। শুরু হয় চিৎকার চেঁচামেচি। পাড়ে থাকা লোকজন দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় চৌখালী বিট হাউসে খবর দেয়। তৎক্ষণাৎ রেসকিউ টিম নিয়ে পৌঁছে যাওয়া পুলিশ। অলোকসহ বাকি যাত্রীদের উদ্ধার করে চণ্ডীপুর এড়াশাল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা অলোককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপরদিকে বাকি দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনায় ব্যাপক শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃত অলোকের পরিবারে। জানা গেছে, অলোক মুম্বাইতে কাজ করতো। মাঝখানের আগে ছুটি কাটাতে বাড়ি এসেছিল। রবিবার মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল আলোক। তখনই বাজ পড়ে মৃত্যু হয় তার।

হলদিয়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সভা ঘিরে বিতর্ক

খোঁজখবর ঃ শিল্পশহর হলদিয়ায় আসছেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। সেখানেই হলদিয়া বন্দরের একাধিক বেসরকারি সংস্থা ও ঠিকাদার সংস্থার সঙ্গে মন্ত্রী সভা করবেন বলে সূত্র মারফত খবর। আর তাতেই শিল্প শহরে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। তৃণমূলের শ্রমিক নেতাদের দাবি, বিজেপির কাটমানি সুনিশ্চিত করতে এই বৈঠক করবেন শান্তনু। উল্লেখ্য, আজ শিল্পশহর হলদিয়ায় বন্দরের একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন কেন্দ্রীয় জাহাজ ও জলপথ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। হলদিয়ার রানিচক সংলগ্ন এলাকায় দু একর জমিতে তৈরি করা হবে সোলার প্ল্যান্ট। সেই কাজের শিলান্যাস করবেন মন্ত্রী। এরপর বিকেলে বন্দরের বিবি ঘোষ অডিটোরিয়ামে একটি সভা করার কথা রয়েছে শান্তনু ঠাকুরের। সেই সভাতেই ঠিকাদার সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতি নিয়ে উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। বন্দর সূত্রে জানা গেছে, সোমবারের এই সভায় বন্দরের ভেতরে যারা ফেরি করেন সেই সমস্ত হকারদের পর্যন্ত আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বিতর্কের মাঝে রবিবার সেই আমন্ত্রণ বাতিল করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবি, মন্ত্রী সরকারি প্রকল্পের কাজের জন্য আসছেন। তাই তিনি সরকারি কাজ তদারকি করবেন এবং সরকারি লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলবেন তা ঠিকই আছে। তবে বেসরকারি সংস্থার ও ঠিকাদারদের সাথে আলোচনা সভা কেন? যদিও এর পেছনে কাটমানির গন্ধ পাচ্ছে শাসক নেতারা। এলাকার দীর্ঘদিনের আইএনসিডিউসি নেতা তথা বর্তমান জেলা তৃণমূলের সম্পাদক শিবনাথ সরকার জানান, “বেসরকারি সংস্থা ও ঠিকাদার সংস্থা নিয়ে সভা করার মূল উদ্দেশ্য হলো কাটমানির পথ প্রশস্ত করা। যাতে বিভিন্ন কাজের জন্য বিজেপি নেতাদের কাটমানি দেওয়া হয় এবং তার বিনিময় কাজ দেওয়া হয় সেজন্য এই বৈঠক। শিল্প সচেতন মানুষ এই সভার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছেন।” বর্তমানে হলদিয়া বন্দর আগের তুলনায় রুগ্ন হয়ে পড়েছে এমনটা তৃণমূলের দীর্ঘদিনের অভিযোগ। কেন্দ্রীয় সরকার বন্দরকে নিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করছে বলে তৃণমূলের কটাক্ষ। তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি সুজিত রায়ের বক্তব্য, “বন্দরের আয় দিন দিন কমছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোরকম মাথাব্যথা নেই। উল্টে কাটমানির রাস্তা সচল করতে মন্ত্রী বেসরকারি সংস্থা ও ঠিকাদার সংস্থাকে নিয়ে এই বৈঠক করবেন।” যদিও এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া মেলেনি শান্তনু ঠাকুর কিংবা বন্দর কর্তৃপক্ষের।

নতুন প্রতিভার সন্ধানে পথ চলা শুরু করলো বহড়ু স্পোর্টিং ক্রিকেট একাডেমি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বহড়ু : বর্তমানে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা। বেশি করে আসক্ত হচ্ছে মোবাইলে।আর তাই খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে জয়নগর থানার বহড়ুতে শুরু হলো বহড়ু স্পোর্টিং ক্রিকেট একাডেমির পথ চলা।রবিবার বহড়ু হাই স্কুল মাঠে বহড়ু স্পোর্টিং ক্রিকেট একাডেমির আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা হলো। এদিন এই শুভ সূচনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক মতিবুর রহমান লস্কর, বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি মলয় দাস, বহড়ু হাইস্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি ইন্দ্রজিৎ মন্ডল, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সঙ্গীতা মন্ডল, বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাবের ক্রিকেট সম্পাদক অভিজিৎ ঘোষাল, বাংলা জাতীয় অনূর্ধ্ব ১৬ ও ১৯ দলের ক্রিকেটার এবং বহড়ু স্পোর্টিং ক্রিকেট একাডেমীর যুগ্ম প্রশিক্ষক সাগর মুখার্জি ও সৌম্য কান্তি মুখার্জি সহ আরো অনেকে।এ ব্যাপারে বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক মতিবুর রহমান লস্কর বলেন,বর্তমানে ছেলেদের খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এবংআরো বেশি ক্রিকেটে মনোযোগী হতে বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় বহড়ু স্পোর্টিং ক্রিকেট একাডেমি নতুন নতুন প্রতিভাকে তুলে আনতে চাইছে। এখানে প্রতিদিন সকাল ও বিকেলে ছেলেদের ক্রিকেট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে যে কেউ এগিয়ে আসতে পারেন,এ বিষয়ে বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাবের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন।আমরা চাই ভালো ক্রিকেটার তৈরি করতে।

মোবাইল না পেয়ে আত্মঘাতি এক কিশোর নরেন্দ্রপুরে

খোঁজ খবর ঃ মোবাইল না পেয়ে আত্মঘাতি এক কিশোর। সামান্য এক আবদার, আর তারই পরিণতিতে এক কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যু। আর কয়েকদিন পর, ২৭শে জুন ছিল জন্মদিন। সেই উপলক্ষে মায়ের কাছে মোবাইল ফোনের আবদার করেছিল অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র শুভম ঝা।কিন্তু মা তা দিতে রাজি হননি।রবিবার অভিমানে ঘরের জানলার সঙ্গে গলায় গামছা বেঁধে আত্মহত্যা করলো মাত্র ১৪ বছরের এক কিশোর।আর এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর থানার বোড়ালের মাঝের পাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,শুভম ঝা একটি বেসরকারি স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র।সে একটি আবাসিক হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত। গরমের ছুটিতে কয়েকদিন আগে বাড়িতে ফিরেছিল। সেই সময় থেকেই মোবাইল ফোন কেনার আবদার করছিল সে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মা ছেলের সেই চাহিদা পূরণ করতে না পারায় অভিমানে ঘরের মধ্যে জানলার সঙ্গে গলায় গামছা বেঁধে আত্মঘাতী হয় শুভম। পরিবারের লোকেরা ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে ঢুকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে।খবর দেওয়া হয় নরেন্দ্রপুর থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্তের কাজ শুরু করেছে পুলিশ।আর শুভমের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।প্রতিবেশীরা এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর শুনে স্তব্ধ। পরিবারের সদস্যরাও শোকে ভেঙে পড়েছেন।মনোবিজ্ঞানীদের মতে, কিশোর বয়সে মানসিক স্থিতি নরম থাকে।সামান্য বিষয় থেকেও হতাশা গ্রাস করতে পারে। তাই অভিভাবকদের আরও সংবেদনশীল ও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। একটি মোবাইল ফোন না পাওয়ার কষ্ট যে এমন এক ভয়ানক পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে পারে, তা ভাবতেই পারছেন না কেউ।

নবদ্বীপ শহর যুব তৃণমূলের উদ্যোগ্যে পালিত হলো যুব জাগরণ কর্মসূচি

দেবাশীষ সিংহ/ নদীয়া : নদীয়ার নবদ্বীপ শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত যুব জাগরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে।এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নদিয়া রানাঘাট দক্ষিণ তৃণমূল সংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক ও নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা,নবদ্বীপ শহর যুব তৃণমূল এর সভাপতি শিক্ষক সুজিত সাহা,নবদ্বীপ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্যামা প্রাসাদ পাল সহ নবদ্বীপ পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বৃন্দও অসংখ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেস এর সমর্থক বৃন্দ। এদিন এই যুব জাগরণ কর্মসূচিতে নবদ্বীপ পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রায় দুশো জন যুবক যুবতি রাজ্যের। মুখ্য মন্ত্রী ও দল নেত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে বাংলার উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে যুব তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। জানাযায় যে সমস্ত যুবক যুবতী এদিন তৃণমূল যুব কংগ্রেসে যোগ দিলেন তাদের মধ্যে বেশির ভাগই অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। এই প্রথম তারা সরাসরি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হলেন। এদিন যেসব যুবক যুবতী দলে যোগ দিলেন তাদের উত্তরীয় পড়িয়ে গোলাপ দিয়ে বরণ করে নিলেন নবদ্বীপের পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা ও উপস্থিত অন্যান্য দলিয় নেতৃবৃন্দ। এবিষয়ে নবদ্বীপ শহর যুব তৃণমূল এর সভাপতি সুজিত সাহা বলেন দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জীর নির্দেশে রাজ্য জুড়ে যুব জাগরণ কর্মসূচি পালন করার নির্দেশ দেন, সেই কর্মসূচী পালনের উদ্দেশ্যে এদিন নবদ্বীপ শহরে যুব জাগরণ কর্মসূচি পালন করা হলো।

ভোটেরআগেঅস্বস্তিএড়াতেতৎপররাজ্যসরকার

এক পাতার পর

দফতরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা কতগুলি কমিটি গঠন করেছে, সেগুলির সদস্যদের তালিকা (সরকারি আমলা ছাড়াও বাইরের বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তিত্বদের নাম ও পরিচয়-সহ), কমিটির কাজের অগ্রগতি, বৈঠকের সংখ্যা এবং রিপোর্ট জমা পড়েছে কি না— এই সব তথ্য আগামী সপ্তাহের মধ্যে জমা দিতে হবে। নবান্নের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, "প্রতিটি দফতরে একাধিক কমিটি রয়েছে। কিছু কমিটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য গঠিত হয় এবং কাজ শেষে ভেঙে দেওয়া হয়। আমাদের লক্ষ্য এই তথ্যগুলি একত্রিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ ভান্ডার তৈরি করা।"প্রশাসনিক মহলের মতে, এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য আদালতের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করা। আদালতের সামনে প্রমাণ রাখতে হবে যে রাজ্য সরকার নির্দেশ মেনে চলছে। প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞরা এটিকে নবান্নের সচেতন পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন, যাতে ভবিষ্যতে আদালতের প্রশ্নের মুখে স্পষ্ট ও তথ্যভিত্তিক জবাব দেওয়া যায়।নবান্নের এই পদক্ষেপকে অনেকে আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবেও দেখছেন। আদালতের নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি থাকলে তা রাজনৈতিকভাবে সরকারের জন্য অস্বস্তির কারণ হতে পারে। তাই, সমস্ত কমিটির কার্যক্রমের হিসাব সংরক্ষণ করে সরকার এই ঝুঁকি এড়াতে চাইছে।

দু সপ্তাহের মধ্যে ডাকাতির কিনারা করলো লাভপুর থানার পুলিশ

কার্তিক ভান্ডারী ঃ বীরভূমের লাভপুর থানার মুন্ডমালিনীতলা এলাকায় গত ১৯ মে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। জানা যায় ১৯ মে রাত ১০ টা নাগাদ সাঁইথিয়ার সুরেন্দ্র ওয়েল মিলের টাকা আদায় করে ফিরছিলেন এক কর্মী। লাভপুর থানার মুন্ডমালিনীতলা আসতেই কয়েকজন দুষ্কৃতি একটি চার চাকা গাড়ি ঘিরে ধরে। আর সেই সময়ই গাড়িতে থাকা টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। পরের দিন লাভপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। শুরু হয় লাভপুর থানার ওসি আব্দুল গাফফারের নেতৃত্বে পুলিশের তদন্ত। তদন্তে নেমে দু সপ্তাহের মধ্যেই লাভপুর থানার পুলিশ তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে। তারপরেই শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। ঐ তিন দুষ্কৃতিরা স্বীকার করে যে তারাই ডাকাতি করেছিল। তাদের কাছ থেকে ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে পুলিশ সূত্রে। লাভপুর থানার পুলিশের এই সহযোগিতা পেয়ে খুশি সাঁইথিয়া সুরেন্দ্র অয়েল মিলের কর্ণধার ও কর্মীরা। লাভপুর থানার ওসি আব্দুল গাফফার ও লাভপুর থানার পুলিশ কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন সাঁইথিয়া সুরেন্দ্র ওয়েল মিলের কর্ণধার।

বিস্ফোরক শুভেন্দু

এক পাতার পর

মন্তব্য সেই সকল নির্যাতিতাদের মনে নতুন করে আশার সঞ্চার করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

শুভেন্দু অধিকারীর এই বক্তব্য এমন এক সময়ে এলো, যখন সন্দেশখালির ঘটনা রাজ্য রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মন্তব্য বিজেপির তরফ থেকে শাহজাহান এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপ নেওয়ার দৃঢ় সংকল্পের ইঙ্গিত দেয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, শুভেন্দু অধিকারীর এই 'ফাঁসি' মন্তব্যের মাধ্যমে বিজেপি সন্দেশখালির ঘটনাকে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের অন্যতম প্রধান ইস্যু হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। এই ঘটনা এবং তার পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া আগামী দিনে বাংলার রাজনীতিতে কী প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

বাবরকপুরে ঈদুল আজহা উপলক্ষে নজরুল স্মৃতি সংঘের ১১তম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, তারকার সমাগম

খোঁজখবর, কৃষ্ণ সাহা, পূর্ব বর্ধমান:- রায়না এক ব্লকের হিজলনা অঞ্চলের বাবরকপুর পশ্চিমপাড়ায় নজরুল স্মৃতি সংঘ পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে এক জমকালো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করেছে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই তিন দিনব্যাপী উৎসবের শুভ সূচনা হয়, যা এ বছর ১১তম বর্ষে পদার্পণ করলো। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নুরুল হাসান মল্লিক জানান, এই উৎসবে শুধু এলাকার শিল্পীরাই নন, কলকাতার বড় বড় শিল্পীরাও অংশ নেবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ন্যাশনাল অ্যান্টি ট্রাফিকিং কমিটির চেয়ারম্যান জিন্নার আলি, রায়না এক পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জাহানুল হক (চন্দন), বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজা মুন্সী ও শান্ত চৌধুরী, এবং বিশিষ্ট উদ্যোগপতি শুভ্র প্রকাশ দাঁ ও বিশ্বজিৎ হালদার। নজরুল স্মৃতি সংঘের এই বিশাল আয়োজন স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আনন্দের সৃষ্টি করেছে। এই সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে ঈদের আনন্দ যেন এক নতুন মাত্রা পেয়েছে।

বালি তোলার সময় উঠে এল বহু প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি

এক পাতার পর

এবার দারকেশ্বর নদের গর্ভ থেকে উদ্ধার হল হিন্দু দেবী বিষ্ণুর বিরল মূর্তি। গতকাল বিকালে ওন্দা ব্লকের ওলা দুবরাজপুর এলাকায় দারকেশ্বর নদী গর্ভ থেকে বালি তোলার সময় মূর্তিটি চোখে পড়ে শ্রমিকদের। লোকমুখে সেই খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়রা মূর্তিটিকে স্থানীয় একটি মন্দিরে নিয়ে যান। তাঁদের দাবী একসময় দারকেশ্বর নদের পাড়ে একটি প্রাচীন বিষ্ণু মন্দির ছিল। সেই মন্দিরের নামানুসারে এলাকার নাম হয় মন্দিরতলা। সেই মন্দিরেই রাখা ছিল এই প্রাচীন মূর্তিটি। সম্প্রতি দারকেশ্বর নদের ভাঙনে মন্দিরটি নদীগর্ভে তলিয়ে গেলে মূর্তিটিও হারিয়ে যায়। সেই মূর্তি পুনরায় উদ্ধার হওয়ায় খুশি স্থানীয়রা। স্থানীয় প্রত্ন গবেষকরা অবশ্য এই মূর্তিটিকে অত্যন্ত মূল্যবান প্রত্নবস্ত বলে দাবী করেছেন। ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা ও প্রায় ২ ফুট চওড়া বাদামী বেলে পাথরের মূর্তিটিকে দ্বাদশভুজ লোকেশ্বর বিষ্ণুর মূর্তি বলে দাবী প্রত্ন গবেষকদের। মূর্তির মাঝখানে থাকা বারোটি হাত বিশিষ্ট বিষ্ণুর দুদিকে দুই হাত রয়েছে আয়ুধ পুরুষের মাথায়। অপর দুটি হাত রয়েছে দুপাশে থাকা শ্রীদেবী ও ভূদেবীর মূর্তির মাথায়। প্রত্ন গবেষকদের দাবী মূর্তিতে কীরিট, কর্ণকুন্তল, বরমালা ও যজ্ঞোপবিত সহ বিভিন্ন অংশ অক্ষত অবস্থায় থাকায় মূর্তিটি শিল্পের দিক থেকে যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেমনই ঐতিহাসিক দিক থেকেও প্রত্নসামগ্রী হিসাবে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূর্তিটি একাদশ বা দ্বাদশ শতকে নির্মীত বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান প্রত্ন গবেষকদের।

মুদি দোকানে ভাইকে ছুরির এলোপাথাড়ি কোপে শ্রী ঘরে দাদা

শনিবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের দীনবন্ধুপুর গ্রামে একটি মুদি দোকানে ছুরি দিয়ে নিজের ভাইকে এলোপাথাড়ি ভাবে কোপানোর অভিযোগ উঠেছিল দাদার বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় রবিবার অভিযুক্ত দাদাকে গ্রেফতার করল নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ। জানা গেছে ধৃত দাদার নাম শ্রীকৃষ্ণ দাস। ওই ব্যক্তি প্রায়ই মদ্যপ অবস্থায় এসে অশান্তি করতো। দীর্ঘদিন ধরে ভাই আদিত্য দাসের সাথেও পারিবারিক বিবাদ চলছিল শ্রীকৃষ্ণের। সপ্তাহখানেক আগে আদিত্য বাড়ির ছাউনি মধ্যদ অবস্থায় এসে শ্রীকৃষ্ণ ভেঙে দেয়। এরপর স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপস্থিতিতে রবিবার সালিশি সভাও বসার কথা ছিল। তবে তার আগে শনিবার সকালে আদিত্য দাস সহ স্থানীয় কয়েকজন মুদি দোকানে আড্ডা দিচ্ছিলেন। সেই সময় দাদা শ্রীকৃষ্ণ হাতের মুঠোয় ছুরি নিয়ে গিয়ে হঠাৎ আদিত্যকে কোপাতে শুরু করে। সঙ্গে চলে গালিগালাজ। মুহুর্তের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আদিত্য। পরে তাকে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে রবিবার অভিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করেছে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ।

নাগেরবাজারে ক্রেতা সেজে সোনার দোকানে চুরি

গহনা চুরি করে ধরা পড়লেন দুই সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা। ওই মহিলাদের গ্রেফতার করেছে নাগেরবাজার থানা। ভালো পোশাক পড়া এবং শরীরে ট্যাটু আঁকা রয়েছে। দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে নাগেরবাজার এর পুরনো সোনা পট্টিতে মা কালী জুয়েলার্সে সোনা কেনা নাম করে চুরি করতে এসে ধরা পড়েন দুই মহিলা। সোনা কেনার সময় তারা দুটি আংটি একটি লকেট হাত সাফাই করে সরিয়ে ফেলেন।সিসিটিভি দেখে শনাক্ত করা হয় ওই দুই মহিলাকে।আটকে রেখে খবর দেওয়া হয় নাগেরবাজার থানায়। নাগেরবাজার থানা তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।সোনা চুরির ঘটনা আটক ইশিকা চক্রবর্তী। যার বাড়ি দমদম ক্যান্টনমেন্টে।অপর আরেক জন সহেলী মাইতি, যার বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর। এদের বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। পুলিশ সূত্রে খবর, দুই মহিলার গায়ে ট্যাটু রয়েছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের এই মহিলারা কেন এই ঘটনার ঘটালো? কি উদ্দেশ্য এর সাথে? আরো কোন কেউ জড়িত আছে কিনা ?সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখছে নাগের বাজার থানার তদন্তকারী পুলিশ। ব্যারাকপুর কোর্টে রবিবার পেশ করা হয় দুই মহিলা চোরকে। তদন্তের স্বার্থে তাদের পুলিশি হেফাজতে নিয়েছে নাগেরবাজার থানার পুলিশ। কতদিন থেকে তারা এই ধরনের হাত সাফাইয়ের কাজ করছে আর কোথাও করেছে কিনা সবটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে জানিয়েছে পুলিশ।

দৈনিক খোঁজখবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার

গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকট মেটাতে উদ্যোগ নিলো লাভপুরের বিপ্রটিকুরি অঞ্চলের সর্বোদয় সমিতি প্রায় ১০০ বেশি মানুষ এই শিবিরে স্বেচ্ছায়

খোঁজখবর ঃ দিন তীব্র দাবদাহে জ্বলছে বীরভূম জেলা। গরমে নাভিশ্বাস সাধারণ মানুষের। গ্রীষ্মকালীন এই অবস্থায় রক্ত সংকট দেখা দিচ্ছে জেলার বিভিন্ন ব্লাডব্যাঙ্ক গুলিতে। গ্রীষ্মকালীন এই রক্ত সংকট মেটাতে উদ্যোগ নিল বীরভূমের লাভপুর ব্লকের বিপ্রটিকুড়ি সর্বদোয় সমিতি। বিপ্রটিকুড়ি সর্বোদয় সমিতির উদ্যোগে এবং লাভপুর বিধানসভার বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা ও বোলপুর মহকুমা রেড ক্রস সোসাইটির সহযোগিতায় বিপ্রটিকুড়ি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বোলপুর মহকুমা শাসক আধিকারিক

অয়ন নাথ,বিশিষ্ট সমাজসেবী তরুণ চক্রবর্তী ও সেখ ইসমাইল। প্রায় ১০০ জন রক্তদাতা এই রক্তদান শিবিরে এসে রক্তদান করেন। একই সাথে চারজন ডাক্তার মিলে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর রোগীদেরকে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। গ্রীষ্মকালীন অবস্থায় রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে বলে জানান বিশিষ্ট জনেরা।

মেমারি থেকে দিঘা এখন আরও সহজ পথে, হুগলির উপর দিয়ে বাস পরিষেবা শুরু এসবিএসটিসি-র

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান:-দিঘা ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন? এবার আর হাওড়া বা ধর্মতলার ঝক্কি নয়! মেমারি থেকে সরাসরি দিঘাগামী বাস পরিষেবা চালু করল এসবিএসটিসি (SBSTC)। যা হুগলির বৈঁচি, পান্ডুয়া ও মগরার মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে ছুঁয়ে যাবে। ফলে উপকৃত হবেন হুগলি জেলার বহু বাসিন্দাও।

এতদিন হুগলি থেকে দিঘা যেতে হলে যাত্রীদের হাওড়া পৌঁছে ট্রেনে উঠতে হত বা ধর্মতলা থেকে বাস ধরতে হত। এবার সেই বিড়ম্বনা কাটিয়ে মেমারি থেকে সরাসরি দিঘাগামী বাসে হুগলির বৈঁচি, পান্ডুয়া ও মগরার বাসিন্দারা নিজ এলাকা থেকেই যাত্রা শুরু করতে পারবেন।

এসবিএসটিসি-র তরফে জানানো হয়েছে, মেমারি থেকে সকাল ৬টায় বাসটি ছাড়বে এবং দুপুর ১২টার মধ্যে পৌঁছে যাবে দিঘায়। মাঝপথে ৪৫ মিনিটের বিশ্রামের ব্যবস্থা রয়েছে। ভাড়া রাখা হয়েছে অত্যন্ত সাশ্রয়ী – মেমারি থেকে দিঘা ২০৯ টাকা

এবং হুগলির বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে মাত্র ১৮০ টাকায় মিলবে টিকিট।

এই বাস পরিষেবা শুরু হওয়ায় ব্যাপক খুশি হুগলির বাসিন্দারা। হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য মানস মজুমদার বলেন, "বর্ধমান ও হুগলি জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল সরাসরি দিঘাগামী বাস পরিষেবা। এবার সেটা বাস্তবায়িত হলো"।

রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিঘায় তৈরি জগন্নাথ মন্দির রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় পর্যায়ে পর্যটকদের টানছে। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ থেকে ছ'টি ভলভো বাস চালু হয়েছে এবং এবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও বাস চালু করছে এসবিএসটিসি।

সব মিলিয়ে স্বল্প খরচে আরামদায়ক ভ্রমণ— হুগলি ও বর্ধমানবাসীর কাছে দিঘা যাত্রা এবার সত্যিই অনেক সহজতর ও সাশ্রয়ী হলো।

ব্যতিক্রমী হ্যান্ডক্রাফট ওয়ার্কশপ চারুচন্দ্র আর্ট সেন্টারে

পারিজাত মোল্লা : আগরপাড়া গাঙ্গুলী পাড়ায় চারুচন্দ্র আর্ট সেন্টারের হ্যান্ডক্রাফট ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হলো মহাসমারোহে। ফেবিক্রিল এর সহযোগিতায় হ্যান্ডক্রাফ ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষিকা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মিতা ভট্টাচার্য বিশ্বাস। চারুচন্দ্র আর্ট সেন্টারের পক্ষে প্রশিক্ষিকাকে বরণ করে নেন এবং স্মারক দিয়ে সম্মানিত করলেন চিত্রশিল্পী দীপঙ্কর সমাদ্দার। দুটি বিভাগে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ক বিভাগে শেখানো হয় আইসক্রিমের কাঠি, রং, কাগজ ইত্যাদি জিনিস দিয়ে ফটো ফ্রেম, সাথে ক্রিয়েটিভ।। প্রত্যেকটা বাচ্চা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে প্রশিক্ষিকার প্রশিক্ষণ অনুযায়ী ফটো ফ্রেম গুলো তৈরি করল। মাত্র দু'ঘণ্টা সময়ের মধ্যে। খ বিভাগে প্রশিক্ষিকা শেখালেন এমডিএফ বোর্ড, মোল্ডইট এবং ফেব্রিক রং দিয়ে একটি অত্যন্ত সুন্দর পিচওয়ার্ক। যা কিনা দেয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে ওয়াল হ্যাংগিং হিসাবে।দুটি বিভাগে ছাত্রছাত্রীরা খুব সুন্দর ভাবে হ্যান্ডক্রাফট গুলি তৈরি করল যা অত্যন্ত দৃষ্টি নন্দন। বড়দের গ্রুপে বড় শিল্পীরা জানালেন আগরপাড়ার বুকে তারা এত সুন্দর একটি ওয়ার্কশপ করে অত্যন্ত খুশি, এর জন্য প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানালো আর্ট সেন্টারের পরিচালক মন্ডলীকে। দুটি বিভাগেই পুরস্কার তুলে দেন প্রশিক্ষিকা মিতা ভট্টাচার্য বিশ্বাস। দীপঙ্কর বাবু জানালেন এত সুন্দর একটি হ্যান্ড ওয়ার্কশপ হবার জন্য স্কুলের অভিভাবক অভিভাবকদের উৎসাহ তাকে এই কাজ করতে উৎসাহিত করেছে। কৃতজ্ঞতা জানালেন জিৎ কুন্ডু, যিনি কোম্পানির পক্ষে এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠান করতে সহযোগিতা করেছেন এবং শেখার জিনিস দিয়েছেন।তিনি আরো জানালেন শুধু ছবি আঁকার স্কুলের ছবি আঁকালেই হবে না বাচ্চাদের হ্যান্ড ক্রাফট এবং স্কুল প্রজেক্টে উৎসাহিত করতে হবে ও তাদের জিনিসগুলো নিজের হাতে তৈরিতে উৎসাহিত করতে হবে। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী শিশু শিল্পীর মানপত্র প্রদান করা হয়। হ্যান্ডক্রাফে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত হল দীক্ষিত ব্যানার্জি, রাজশ্রী বসু ,গৌরব দাস, হিয়া ভট্টাচার্য,

মন্দির পুনর্নির্মাণের তৃতীয় বর্ষপূর্তি ও নরো নারায়ণ সেবা উদযাপিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান:-মেমারি দুই ব্লকের অন্তর্গত বিষকোপা গ্রামে অনুষ্ঠিত হলো শ্রী শ্রী মা মনসা মন্দিরের পুনর্নির্মাণ বার্ষিক অনুষ্ঠান ও নরো নারায়ণ সেবা। এ বছর মন্দির পুনর্নির্মাণের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দের পরিবেশ।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দে স্বর্গীয় নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৪৩০ বঙ্গাব্দে মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় রবিবার বার্ষিক অনুষ্ঠান পালিত হয়। শনিবার সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় হরিনাম সংকীর্তন যা সারা রাত ধরে অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার সকালে চণ্ডীপাঠ, হোম যজ্ঞ এবং বিশেষ পূজার মাধ্যমে দেবী মা মনসার আরাধনা করা হয়। কথিত আছে, এক সময় গ্রামে কলেরা মহামারি ও সাপের কামড়ে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। সেই সময় থেকে মায়ের পূজা শুরু করেন নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ।

পুরোহিত মানিক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, প্রতি বছর ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই বাৎসরিক পূজো অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় সাত হাজার ভক্ত বসে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি সন্ধ্যাবেলায় মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে বাউল গান ও নাট্য পরিবেশনা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরোহিত মানিক ভট্টাচার্য, সাতগেছিয়া পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারিক বানী সংকর সিংহ মহাপাত্র, মেমারি থানার ট্রাফিক আধিকারিক নানু দাস, পুজো কমিটির সভাপতি জীবন পান, সম্পাদক অনুপম ঘোষ, সদস্য কৃষ্ণ ঘোষ, কুন্তল পান, হারাধন মন্ডল সহ এলাকার গ্রামবাসী ও বিপুল সংখ্যক ভক্তবৃন্দ। ৮ থেকে ৮০—সব বয়সের মানুষই মেতে ওঠেন এই ধর্মীয় উৎসবে।

দৈনিক খোঁজখবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন - 9775728465

ARO Asiatic Research Organisation
(under Ministry of Corporate Affairs)
Affiliated to NITI Aayog, Government of India

Analysts, Research & Movement on
- Anti-Trafficking
- Human Rights
- Politics
- Administrative
- Child Rights
- Civil Rights
- Hermaphrodite Rights and Protection

www.arogovt.in connect@arogovt.in

Owner & published by Sk Jinnar Ali ,on behalf of Khonjkhobor Media Network Pvt ltd . Publish at 1701 Madurdaha, Kolkata-107 , Editor: SK Jinnar Ali , Sub -Editor: Krishna saha.
Email : khonjkhobornews@gmail.com , Contact: 09876641563 / 9775728465